কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ঘুষ নিয়েছেন মনোহরদী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা

ভুক্তভোগী শিক্ষকদের তালিকা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, নরসিংদী ▶

নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতারিত শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করছেন শিক্ষক নেতারা। ঘুষের টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় গতকাল মঙ্গলবার ওই কার্যালয়ে তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এর আগে গত সোমবার বিকেলে শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা। সন্ধ্যায় পুলিশ গিয়ে অবরুদ্ধ শিক্ষা কর্মকর্তা আতাউর রহমানকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্ত শিক্ষা কর্মকর্তা ঘুষ গ্রহণের কথা স্বীকার করে তা ফেরত দেওয়ার মুচলেকা দিলে তাঁকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

এদিকে শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় মঞ্চেই রক্তক্ষরণ হয়েছে উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান গোলাপের (৪০)। তাঁকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ঢাকার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিক্ষক গোলাপকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিও) রাখা হয়েছে।

গতকাল মনোহরদী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গেলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, গত বছরের ১১ অক্টোবর আতাউর রহমান মনোহরদী উপজেলায় যোগদান করেন। এরপর থেকেই তিনি শিক্ষকদের কাছ থেকে বদলি, ডেপুটেশন, ইনক্রিমেন্ট এবং রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে বিল, ইনক্রিমেন্ট করানোর নামে হাজার হাজার টাকা ঘুষ নেওয়া শুরু করেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে গত রবিবার তাঁকে বিশেষ দায়িত্বের কর্মকর্তা (ওএসডি) করে শিক্ষা অধিদপ্তরে যোগদানের আদেশ দেওয়া হয়। এ খবর পেয়ে গত সোমবার বিকেলে ঘুষ দিয়ে প্রতারিত হওয়া অর্ধশতাধিক শিক্ষক তাঁর কার্যালয়ের সামনে এসে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা শিক্ষা কর্মকর্তার শাস্তি ও ঘুষের টাকা ফেরত দাবি করেন। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মকর্তা কয়েকজন শিক্ষককে ঘুষের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে শিক্ষক নেতারা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এ সময় শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় হাবিবুর রহমান গোলাপ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় অবস্থা বেগতিক দেখে শিক্ষা কর্মকর্তা তাঁর অফিস থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি উত্তেজিত শিক্ষকদের রোষানলে পড়েন। খবর পেয়ে সন্ধ্যায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অবরুদ্ধ শিক্ষা কর্মকর্তা আতাউর রহমানকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশের কাছে অভিযুক্ত শিক্ষা কর্মকর্তা ঘুষ নেওয়ার কথা স্বীকার করেন। পরে শিক্ষক নেতাদের হস্তক্ষেপে ঘুষের টাকা ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করে ছাড়া পান আতাউর রহমান।

গতকাল সরেজমিনে মনোহরদী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ভেতরে ও বাইরে শিক্ষক সংগঠনের নেতা ও সাধারণ শিক্ষকদের জটলা। শিক্ষক নেতারা শিক্ষা কর্তৃকর্তা দ্বারা প্রতারিত শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করছেন। ঘুষের টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষক নেতাদের কাছে ভিড় জমাচ্ছেন।

ফলোআপ ▶

উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আব্দুল কাদির বলেন, 'দুর্নীতিবাজ এ শিক্ষা কর্মকর্তা ৩৮টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিল করিয়ে দেওয়ার কথা বলে ১০ হাজার টাকা করে প্রায় চার লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি ও ডেপুটেশনে দেওয়ার জন্য শতাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এককথায় তিনি টাকা ছাড়া কোনো কাজ করেননি।'

উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন বলেন, 'স্যারের (শিক্ষা কর্মকর্তা) বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অভিযোগ ব্যাপক। উনি যে অপকর্ম করেছেন, তার দায়ভার আমরা নেব না।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাসিম সাজেদা সুলতানা বলেন, 'অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অধিদপ্তরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সোমবারের ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

মনোহরদী থানার ওসি (তদন্ত) মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষা কর্মকর্তা আতাউর রহমান অবরুদ্ধের সংবাদ পেয়ে আমরা তাঁকে উদ্ধার করি। তিনি পুলিশের কাছে ঘুষ গ্রহণের কথা স্বীকার করেন। পরে শিক্ষক নেতারা বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেছেন।'